প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা

বিবৃতি ২ (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হলো রোহিঙ্গা জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার অধীনতা থেকে তাকে মুক্ত করা

সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও জাতিসংঘের মুখাপেক্ষি হয়ে এর কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়

রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢলে গুরুতর মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়া এবং আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে হাসিনা-আওয়ামী সরকার সীমান্ত খুলে দিয়ে তাদেরকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে। আর তার পর থেকে আওয়ামী নেতারা তারস্বরে প্রচার করছে যে, সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের কারণেই নাকি বিশ্ব-সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনাও নাকি মহানুভবতা ও মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অথচ প্রথমাবস্থায় এই হাসিনা সরকারই সীমান্ত বন্ধ রেখে রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমার ফ্যাসিস্ট সেনা বাহিনীর গুলির খোরাক বানানোর চেষ্টা করেছিল। এখনো তারা রোহিঙ্গা জনগণের বাঁচার সংগ্রামকে সন্ত্রাস বলে প্রচার চালাচ্ছে।

স্থানীয় জনগণের সহমর্মীতা, এবং তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও এনজিও-গুলোর পক্ষ থেকে, এবং কিছু পরেই দেশ-বিদেশের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিপুল সক্রিয়তা, ত্রাণ-সহায়তা ও প্রচারের সহায়তা না হলে যে গুরুতর মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো– তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি দুর্নীতিবাজ আওয়ামী সাংগঠনিক কাঠামো ও বেসামরিক প্রশাসনের অযোগ্যতার মুখে সরকার অনেক গড়িমসি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়েছে। তথাপি অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্গত রোহিঙ্গা জনগণের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এক মাস পার হবার পরও পানীয় ও পয়-নিষ্কাশনের অব্যবস্থাপনা, পাহাড় কাটা থেকে শুরু করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি, পাহাড় ধ্বসের আশংকা, এবং কলেরা, নিউমোনিয়া, জণ্ডিসসহ মহামারির সম্ভাবনায় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরাই আতংকিত। এ অবস্থায় বুর্জোয়া বিশ্ব নিজেদের এ ক্ষত ও দৈন্য ঢেকে রাখার জন্য মাঠে নেমেছে। আর এসবেরই ফায়দা লুটতে সচেষ্ট হয়েছে সরকার।

হাসিনা-আওয়ামী লীগের পরম বন্ধু ভারত এবং রাশিয়া-চীন সরাসরি মিয়ানমারের বর্বরতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, যাদেরকে পক্ষে টানার ক্ষেত্রে সরকারের কোন ভূমিকা নেই বলেই প্রতীয়মান হয়। রাশিয়া-চীনকে কিছুটা সামলোচনা তাদের কেউ কেউ করলেও ভারতের পিঠ বাঁচানোর আওয়ামী-প্রচেষ্টা গোপন নেই। তারা বার বার বলে চলেছে যে, ভারত বাংলাদেশের পাশে আছে। আর অন্যদিকে সবাই দেখছেন যে, ভারত স্পষ্টভাবেই মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গা দমন নীতিকে মদদ দিয়ে চলেছে।

অবশ্য মান বাঁচানোর জন্য এবং নিজেদের প্রভাব বলয়ের স্বার্থে ভারত, চীন অল্প করে কিছু ত্রাণও পাঠাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের স্বঘোষিত নেতা সৌদি আরবও পাঠাচ্ছে। আমেরিকাও পাঠাচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদীরা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ সংকটের স্থায়ী সমাধানের কোন কার্যকর পদক্ষেপ এখনো নেয়নি। এরা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের প্রভাব-বলয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটা রক্ষিত হবে বা না হবে সে হিসেবেই ব্যস্ত। এটাই তাদের নির্মম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি। অথচ আওয়ামী নেতারা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলছে যে, রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না।

মানবিক সমস্যা আর রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু আজকের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে কোন মানবিক সমস্যাকেই রাজনীতি বহির্ভূত ভাবে দেখার অবকাশ নেই। বাস্তবে সেগুলো সবই রাজনীতির অধীন। মিয়ানমারের ফ্যাসিস্ট সরকার স্পষ্টভাবেই রোহিঙ্গা প্রশ্নে তাদের উগ্রজাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে তুলে ধরছে। শেখ হাসিনার তথাকথিত মহানুভবতা নিয়ে আওয়ামী সরকারও প্রতিদিন রাজনীতি করছে। আর অন্য সবাইকে সবক দিচ্ছে যে, রাজনীতি করা যাবে না। সর্বোপরি শেখ হাসিনা তার প্রতিটি ভাষণ ও অবস্থানে মিয়ানমারের মুক্তিকামী সংগ্রামীদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে রোহিঙ্গা জনগণের জাতিগত মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে বিরোধিতার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি করছে।

** জাতিসংঘের ভাষণে ও তার আগে হাসিনা সরকারের উত্থাপিত ৫ দফায় রোহিঙ্গা সমস্যার প্রকৃত কোন সমাধান হবে না। এতে 'আনান কমিশনে'র প্রস্তাব বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে, যে প্রতিবেদনে সুচি'র মন রক্ষার্থে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি পর্যন্ত বাদ দেয়া হয়েছে। 'সেফ জোনে'র প্রস্তাবও একই রকম ভাবে একটি প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়। পৃথিবীর বহু জায়গায় জাতিসংঘের তথাকথিত 'সেফ জোন' নিপীড়িত জাতিসত্তার মানুষকে সহজে হত্যার এলাকা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে (রুয়াণ্ডা, বসনিয়া)। কেন রোহিঙ্গা জনগণ নিজ বাসভূমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বদলে জেল-সদৃশ সেফ জোনে থাকবেন? সেখানে তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

ইতিমধ্যে আওয়ামী উগ্র জাতীয়তাবাদও কাজ শুরু করেছে। বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এই গুজব যে, চালের দাম বৃদ্ধির জন্য নাকি রোহিঙ্গা-আগমন দায়ী। রোহিঙ্গারা মাদক পাচারকারী বা তারা অপরাধে যুক্ত– এসব কথাবার্তাও ছড়ানো হচ্ছে।

বৌদ্ধ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের আলামত দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে জামাত নিজেদের উদ্যোগে শরণার্থী শিবির খুলেছে বলে খবর বেরিয়েছে– যেখানে নিশ্চিতভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানো হবে। অবশ্যই রোহিঙ্গা জনগণকে তাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সঠিক রাজনীতিতে সজ্জিত না করে, এবং বাঙালি জনগণকেও তাতে সচেতন না করে এসবকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

অবস্থাদৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, সমস্যা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিরাজ করবে। তেমন হলে রোহিঙ্গা জনগণকে ঠেঙ্গারচরের দ্বীপে রাখা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছে। এটা হলো রোহিঙ্গা জনগণকে বিনা অপরাধে নতুন উপায়ে বন্দী রাখারই নামান্তর। তাদেরকে দেশের কোথাও যেতে না দিয়ে, শ্রম করে পেশা নিয়ে বাঁচার সুযোগ না দিয়ে তথাকথিত আশ্রয় শিবিরে বন্দী রাখার সিদ্ধান্তও জনগণের প্রতি নির্মম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

অথচ বর্বর গণহত্যা অব্যাহত রাখার পরও, বাংলাদেশের উপর বিশাল শরণার্থী বোঝা চাপিয়ে দেয়ার পরও, এমনকি সীমান্তে যুদ্ধের উস্কানী দেয়া সত্ত্বেও হাসিনা-আওয়ামী সরকার মিয়ানমারের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে চলেছে। খাদ্যমন্ত্রী এর মাঝেই মিয়ানমার সফর করেছে সেখান থেকে চাল আনার জন্য। বলছে যুদ্ধ আর বাণিজ্য এক সাথে চলবে। যদিও কেউ এটা দেখছে না যে মিয়ানমারের সাথে সরকার যুদ্ধ করছে বা করবে। শুধু বন্ধুত্বটাই দেখা যাচ্ছে। এমনকি জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি পর্যন্ত বলেছে যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী ১৯ বার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লংঘন করেছে, সীমান্তে মাইন পুঁতছে, সীমান্ত এলাকায় দুই ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। আর বাংলাদেশ গর্বের সাথে বলছে যে, তারা বাণিজ্য চালাচ্ছে, তারা সংযম দেখাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ সরকার না করছে মিয়ানমারের মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তির দাবি, না পারছে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ, অস্ত্র বিক্রি বন্ধ বা এজাতীয় দাবি তুলে ধরতে। সর্বোপরি রোহিঙ্গা জনগণের জাতিগত মুক্তির দাবির কথা-তো উচ্চারণই করছে না। বরং সেখানকার সংগ্রামকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে কার্যত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গণহত্যাকে মদদ দিচ্ছে। আরাকানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা রোহিঙ্গা জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সমর্থন না করে তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিচ্ছে। মিয়ানমারের গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষ অবলম্বনকারী ভারতের সাফাই গাইছে।

** বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ব্যবস্থার এইসব ক্ষতকে মলম দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য ত্রাণ দিয়ে বা নিন্দাপ্রস্তাব করে মানুষকে বোকা বানাতে চায়। ত্রাণ নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু ত্রাণ বা শিবিরে আশ্রয়দান সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান নয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ নিপীড়িত কোন জাতিসত্তার মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়। গত ২৬ তারিখের নিরাপত্তা পরিষদের সভার ফলটাও তাই বলছে। এই বর্বরতাকে 'গণহত্যা' বলা হবে, নাকি 'জাতিগত নিধন' বলা হবে সে বিতর্কে কূটনীতিকরা ব্যস্ত। হাসিনা সরকারও ব্যস্ত তাদেরকে 'শরণার্থী' বলবে নাকি 'বাস্তুচ্যুত' বলবে– এই আলোচনায়। যদিও মিয়ানমার মুখ মুছে বলে দিয়েছে সেখানে হত্যা-উচ্ছেদ ধরনের কিছুই হচ্ছে না। রাশিয়া চীন বলেছে যে, সেখানে সন্ত্রাস নির্মূলে মিয়ানমার সঠিক কাজ করছে, রোহিঙ্গারা নিজেরাই নিজেদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে। আর ভারত সুস্পষ্টভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে মুসলিম হিন্দু বিভাজন করে মুসলিমদেরকে বের করে দেয়ার কথা বলেছে; আর রোহিঙ্গা সংগ্রামীদের দমনে মিয়ানমারকে মদদ দিচ্ছে। সুতরাং তাদেরই পরম বন্ধু শেখ হাসিনা ও আওয়ামী সরকার বিদেশের সাহায্যে ত্রাণ চালানো আর রোহিঙ্গা জনগণকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে এলাকা-বন্দী করা ব্যতীত আর কিছুই যে করতে ইচ্ছুক নয় ও সক্ষম নয় তা পরিস্কার।

আন্তর্জাতিক চাপে মিয়ানমার অতীতেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত নিয়েছে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে। এবারও আংশিক ফেরত তারা নিতে পারে, যদি সেরকম চাপ বজায় থাকে। কিন্তু এটা তাদের মৌলিক সমস্যার কোন মিমাংসা করবে না। রোহিঙ্গা জনগণকে মুক্তির সংগ্রাম নিজেদেরকেই চালাতে হবে– যাকিনা আরাকান অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিচে আর কিছু হতে পারে না। আর সেটা না হলে তাদেরকে স্বাধীন প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরাকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে হবে।

কিন্তু সেই স্বাধীনতা বাংলাদেশের মত সাম্রাজ্যবাদী-বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনস্ত একটি পৃথক রাষ্ট্র হলেও তাদের প্রকৃত কোন মুক্তি ঘটবে না, যেমনটি বাংলাাদেশের জনগণ '৭১-সালে পায়নি। তাদের সে রাষ্ট্রকে হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ থেকে মুক্ত, সমাজতন্ত্রের লক্ষে চালিত একটি নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেটা করার জন্য তাদেরকে মার্কসাবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরে একটি বিপ্লবী মাওবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। এবং একটি মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে ধর্মীয় মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতাকে বিরোধিতা করতে হবে। রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি এটাই হলো আমাদের আহ্বান। আর বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষকেও এই রাজনৈতিক সাহায্য নিয়েই রোহিঙ্গা জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেটাই হবে প্রকৃত সহায়তা। নতুবা ত্রাণশিবির নামের বন্দীশিবিরে জান-বাঁচানোর খাদ্য সহায়তা তাদের প্রকৃত মুক্তি আনতে কোন ভূমিকাই রাখতে পারবেনা। রোহিঙ্গা জনগণের জন্য সারাজীবনের অনিশ্চয়তা ও ভিক্ষুকের মতো জীবন যাপন কোন সমাধান হতে পারে না।

– কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি